অরণ্য - পরিবেশ, সংস্কৃতিও জীবকূল

ডঃপশুপতি প্রসাদ মাহাতো

(১)

অরণ্য, জলাভুমি, অথবামদ্যান - মভূমি, পাহাড় নদী নালার অবদান জীব-বৈচিত্র্যে অসামান্য। মানব - কূলযেভাবে এই প্রাকৃতিক পরিবেশকে লুণ্ঠন করছে বিগত কয়েক হাজারবছর ধরে তাতে মানব -কুলসহ অন্যান্য জীব-কু ল আজ বিপন্ন। ঘরের কাছেই দেখাযাক সুন্দরবন আজ বিপন্ন, বিপন্ন আজ কলকাতার লবণহ্রদসহ বিস্তীর্ণজলাজমি। শহরের উন্নয়নের ন ামে গ্রাম-ভারতের উপর অমানবিকভাবে যেভাবেসম্পদ আহরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে আজ পুলিয়ার ডি, ডুংরীথেকে শু করে রাজ মহল পাহাড়ের পাথর বীরভূম , বাঁকুড়া, পুলিয়ারমানুষের কাছে অত্যন্ত আপন পাথর আজ প াথর - খাদানে পরিণত।ঝাড়গ্রামের চেঁচুরগেরিয়ার পাথর খাদানে সুমিত্রা মাহাতোদেরমর্মান্তিক সিলিকোসিসেআক্র ান্ত হবার ঘটনা সাংবাদিকসোমা মুখার্জী যখন আমাদের জানিয়েছিলেন, তখন মানুষ এই পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারটি বুঝতে পারলেওসচেতনতার অভাবে তা আজও গ্রামীন মানুষের কাছে সুস্থ ভাবে এবংপরিবেশবন্ধু হিসাবে বাঁচার তা গিদেরকথা পৌঁছতে পারেনি। দলমার হাতি খাদ্যের জন্য বেরিয়ে পড়েছে। প্রতি বছরে চলছে হাতির তান্ডব ।সুবর্ণরেখ া, কংসাবতী, দামোদর, নদীতে বাঁধ দেবার বিষয়ে জৈব বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ মানিক চন্দ্র মাহাতোদেখিয়েছেন য়ে স্বাভা বিক জলধারা না প্রবাহিত হওয়ার জন্য, নদীতে যেশ্যাওলা এবং নদীর পাড়ে যে গুল্ম -ঘাস জন্মাতো তা কয়লাখনি,টাটা, ঘাটশিলা, মৌ ভান্ডার থেকে খনিরজল বিপন্ন করে তুলেছে গেঁড়ি, গুগুলি, সহ অসংখ্য জৈব -প্রজাতির জীবন। যারা সত্যিই মানব-বন্ধু। পরিবেশবিদ অধ্যাপিকাকল্পনা মাহাতো দেখিয়েছেন যে ময়ূরভঞ্জের শিমলীপাল বনাঞ্চল ছিল ম ানুষেরকাছে মাতৃত্রোড়ের মত। শালপাতা, শালধুনো, শালফুল, শালকাঠ, থেকে শুকরে বিভিন্ন ফলের গাছের ফল, লতা, গুল্ম, ছিল মানুষের কাছেঅত্যন্ত আপন মাতৃ - দুগ্ধের মতো।

অরণ্যের মানুষই সভ্যতাও সংস্কৃতির আদি মাতা -পিতা। সুদুর আফ্রিকার গুহাতে যে আদি - মানবের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল তারথেকে কোন অংশে কম ছিল না ময়ুরভঞ্জ ও সিংভূমের সীমানাতে। সুবর্ণরেখা নদীরধারে দুয়ারসিনিরকাছে প্র াপ্ত দুঃষ্প্রাপ্য হ্যান্ডঅ্যাক্স দেখে তা জানাযায়। তাই মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জীব - বৈচিত্র্যের গাছ -পালা থেকে শু করে জীব - জন্তু,সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ মানুষকে সাহায্য করেছিল তার জৈব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যনিয়ে।
রামায়ণে বর্ণিতদন্ডকারণ্য, চিত্রকূট, সিদ্ধাশ্রম, তপোবন ইত্যাদির পাশাপাশি মহাভারতেরখান্ডব অরণ্যের কথা জানি। হস্তিনাপুর রাজধানী গড়ার জন্য আর্য পান্ডবদেরএবং কৌরবদের ভয়ানক লড়াই -এরকথা জানলেও ভারতের মূলবাসী নাগ গোষ্ঠীর কিভাবে বিনাশ হয়েছিল তারভয়াবহতা আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীতেবসবাসকারী শহর নগরকেন্দ্রিক মানুষেরা বুঝতে বা অনুভব করতেই পারি না।

রামায়ণের বর্ণিত মুলবাসীমানুষের রূপক হিসাবে বর্ণিত গুহক চন্ডাল, কিংবাতাড়কা রাক্ষসী, মারীচ, অথবা হনুমান, ব ালী, সুগ্রীব, তারা, সুর্পনখা,প্রভৃতি অরণ্য - সভ্যতার গর্ববিভিন্ন কৌম যেমন চন্ডাল, রাক্ষস, বানর, প্রভৃতিমানবকূলেরর পকল্প হিসাবে আমরা খুঁজে পাই। অগ্নি - দেবতার ক্ষুধামেটাতে, খান্ডব অরণ্যের ভিতরে সযত্নে লালিত নাগ- সভ্যত

াকে সেদিন পুড়িয়ে ছার - খার করে দিয়েছিলেন আগ্রাসী আর্য মানুষেরা। আবার নাগদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থপতিময় তৈরী করে দিয়েছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থ নামক এক সুরম্য নগরী । ইতিহাসের বিচিত্র ধারায় একদাহস্তিনাপুর, যা আজকের দিল্লী, একদা সুতানুটি, গোবিন্দপুর যা তৈরীকরেছিলেন কোল গোষ্ঠীর মানুষেরা, কোলাঘাটথেকে মাটি এনে ভরাট করে নগরী পত্তন করেছিলেন, তাই আজকোলকাতা। সুতরাং অরণ্যের অবদান অনস্বীকার্য।

একদা আটবিক রাজ্য,ষোড়শ শতাব্দীতে তাই ঝাড়িখন্ডবা অরণ্য জনপদ। প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিথেকে আমরা জানতে পারি---

অয়ঃ পাত্রে পয়ঃ পানম,
শাল পাত্রেচ ভোজনম্।
শয়নম খজ্জুরীপত্রে,
ঝাড়খন্ডৈ বিধিয়তে।।

(অর্থাৎ যাঁরা মাটিরপাত্রে জলপান করেন, শাল পত্রে যাঁরা ভোজন করেন, খেজুর পাতাতে যাঁরাশয়ন করেন, তারাই ঝাড়খন্ডের অধিবাসী।) এই ঝারড়ন্ড ভৌগোলিক ক্ষেত্রের গৌরবপ্রাচীন মন্দিরগাত্রেও পাওয়া যায়---

অরণ্য পর্বতাবৃতং দেশং ঝাড়িখন্ডখ্যাতং,
রাঢ় - গঙ্গারাঢ়শ্চ-- অটবী রাজংপ্রণামিতং।
নির্বাণে পার্শ্বনাথশ্চ বর্ধমানশ্চ তীর্থঙ্করৌ
বুদ্ধস্য শ্রীচৈতন্যস্য পদরেণুভিঃ পবিত্রম।।

অথাৎ অরণ্য এবং পর্বতেরদ্বারা আবৃত যে দেশ তাহাই ঝাড়িখন্ড(ঝাড়খন্ড) নামে খ্যাত। রাঢ়ভূমি, গঙ্গারাঢ়, অটবীরাজ্য নামেও তাহাপরিচিত ছিল। পার্শ্বনাথ ও বর্ধমান এইদুই তীর্থঙ্কর নির্বাণের জন্য এই দেশে গেছিলেন আর ভগবানবুদ্ধ এবংশ্রীচৈতন্যের পদরেণুতে এই দেশ পবিত্র।

ঝাড়িখন্ডের মূলবাসীমানুষ তাই হাজার হাজার বছর ধরে অরণ্যকে করেছে আপন। বৃক্ষকেকরেছে জীবনের বন্ধু,লতা - গুল্মকে করেছে জীবনদায়িনী মহৌষধ।

মূলতঃ পৃথিবীর সর্বত্রমানুষের ধর্মবিশ্বাসের আধার তাই সূর্য, অরণ্য আর তার একান্তপরিবেশ। পুরলিয়া, বাঁকুড়া,মেদিনীপুর, ময়ুরভঞ্জ, কেংওঝোরে দেখেছিদুয়ারসিনী, কুদরাসিনী, লাখাইসিনী, বড়াম, বিশাইচেঁড়ী বাবিশাইচন্ডীপ্রভৃতি দেব - দেবীর আবাস স্থল। বাঘুত বা ব্যঘ্র দেবতারপূজোর পাশাপাশি, আছেন হস্তী দেবতা বা বাঙাহাড়ির পুজো। অরণ্যমানুষকে দিয়েছে----(ক) খাদ্য, (খ) পশুখাদ্য, (গ)জ্বালানী, (ঘ) বিশুদ্ধ জল, (ঙ) বিশুদ্ধ বায়ু, (চ)চাষের সরঞ্জামের কাঠ, (ছ) ঘর তৈরীর কাঠ (জ)পরিবারিক ঔষধ।

খাদ্যের মধ্যে ছিল(১) মধু, (২) কন্দ - মূল, (৩) ফল (আম, জাম, ভুড়, পিয়াল, কুল, মহুয়া, বট, অশ্বত্থ) (৪)ফুল(ভেলাফুল, মহুয়াফুল, শালফুল,) (৫) খাদ্যের জন্য নানারকমকীট - পতঙ্গ, পাখী আর গুগলী, মাছ, জীব-জন্তু, (৬) ধর্মীয়অনুষ্ঠানের জন্য গাছ - করম, শাল, পিয়াশাল, করঞ্জ, বাঁশ। শাল, মহুয়া,করঞ্জম, হরিতকী, ভেলা, সজনে প্রভৃতি গাছের প্রতিটি অংশইমানুষের জীবনে জরী। যেমন শালপাতা, শালফুল, শালফল, শাল দাঁতন,শালধুনো,শালতসর, শালমধু, শালঝুড়ি, শালকাঠ, শালশিকড়, শালবাকল সবই অত্যন্তজরী। তেমনি জরী মহুয়ার ফুল (মদ তৈরীর জন্য) মহুয়া ফল (কচড়া নামে পরিচিত এই ফিলেরতেল গায়ে মাখলে খোস- পাঁচড়া তো দূরে থাক, এমনকি ম্যালেরিয়া পর্যন্ত হবে না।) তাইশাল - গাছের নীচেই ঝাড়খন্ডের আদিবাসী - মূলবাসী তকমানুষ নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের আধারসারনা বা গ্রাম দেবতার ও গ্রাম দেবীদেরপীঠস্থান করেন। শাল - গাছের ডাল ও পাতা দিয়ে তৈরী হয় বিবাহেরপবিত্র ছামড়া।

অরণ্যকেন্দ্রিক তাঁদেরসন্তান সন্ততিদের সামাজিকীকরণ করেন অরণ্যকে সামনে রেখেই।অরণ্যকে কেন্দ্র করে তাঁদের আই - কিউ বা বুদ্ধির - প্রত্যুৎপন্নতাআবর্তিত হতে থাকে। গল্প ছড়া, ধাঁধা (কুদুম, জান্‌কহনী) ছড়িয়েআছে হাজার হাজ

ার----

১।　　উপরে　খাঁন্দা, নীচে ডিম

(উপরে পাখীর বাসা, নীচে ডিম)

উত্তর -- মহুয়া ফুল।

২।　　বনলেবাহর‍্যাল টিয়া
টিয়ায় বলে হামার মাথাই
লাল টোপি দিয়া।
(বন থেকে বেল টিয়া পাখী, টিয়াপাখী বলে আমার মাথায় লাল টুপী)
উত্তর --- ভেলা ফুল। (এক ধরনের জংলী কাজু -- বাদাম)

৩।　　একটি　লাউএর　বঁটাই নাই ----
(একটা লাউএর বোঁটা নাই)
উত্তর -- ডিম।

৪।　　বনলেবাহর‍্যাল হাঁস, হাঁসে বলে হামার শুধাই মাস।
(বন থেকে বেলো হাঁস হাঁসে বলে আমা৪রশুধু মাংসই)
উত্তর ----ছাতু বা মাসম।

ধাঁধাগুলো এখনও রয়েছেবহু অঞ্চলে, হয়ত কিছুদিন থাকবে বেঁচে আরও । কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়যাঁরা ক্যুইজ নিয়ে আর্ন্তজাতিক বা দেশীয় ব্যাপার -স্যাপার নিয়ে　অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা কিএকবার ভেবে দেখেছেন এই পরিবেশপ্রেমী ধাঁধাগুলোর দিকে ? ইলেকট্রনিকমিডিয়ার দাপট যত বাড়বে, বোকা - বাক্সের দিকে　অন্য মানবপ্রজাতি যত নির্ভরশীল হবে, তত এই পরিবেশ　- বন্ধু ধাঁধা, ছড়া, গল্পগুলোরকন্ঠরোধ হয়ে যাবে। এই নির্বাকায়নের হাত ধরে অবিরতভাবে চলছেস্মৃতিহরণ বা মেমোসাইড প্রক্রিয়া।

(২)

অষ্টাদশ শতাব্দীরযাটের দশক থেকে ইংরাজ - সাম্রাজ্যবাদী বণিকেরা--- রাজদন্ডেআসীন হবার পর,অরণ্য ও অরণ্যবাসী মানুষেরা পরিণত হল বাণিজ্যক পণ্যে। ব্রিটিশ নৌবাহিনী তথাবানিজ্যিক জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হতে লাগল শাল, পিয়াশাল মেহগিনীকাঠের। প্রয়োজন হল কলকাতা বন্দরের মধ্যে দিয়ে সুদুর ওয়েষ্টইন্ডিজ,নিউগিনি, মরিশাসে সস্তা শ্রনিক পাঠানোর সুবিশাল কর্ম্মযজ্ঞ।মেদিনীপুরের নরঘাট বন্দর থেকেম্লেভ বা দাস- শ্রমিক পাঠানো শু হল ফিজি-সহ অন্যান্য দেশে ---- ব্রিট্রিশ　পুঁজিনিয়ন্ত্রিত ইক্ষু, ধান ও গম চাষের　শ্রমিকহিসাবে। অরণ্য অঞ্চলের কাঁচামাল একদিকে, অন্যদিকে টিপুসুলতানের সঙ্গে　যুদ্ধের জন্য কোল - সৈন্যপাঠানো হতে লাগলো। নীলচাষের জন্য সস্তা শ্রমিক বেছে নেওয়া হলোঅরণ্যভুমিকেই। উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা বাগানে কুলিচালন হতে লাগলো।রেললাইন পত্তনের জন্য ঘাটশিলা, মানভুম, সিংভুমের ও সাঁওতাল পরগণার শালগাছহয়ে পড়ল অপরিহার্য---যাকে বলা হলো শালপাটা আর কুলিদের বলা হল----চুয়াড়।

১৮৭২ সালের ভারতীয় বনআইনের মাধ্যমে অরণ্য ও অরণ্যভুমির মানুষেরা পরিণত হলেন ইংরাজ　বানিয়াদের খাস - তালুক। ফলে দেখা দিলমুলবাসী মানুষের অসন্তোষ ও প্রতিবাদ। চূয়াড় বিদ্রোহ, নায়েক,ভুমিজ হাঙ্গামা, লাল সিং বিদ্রোহ, গঙ্গানারায়নী বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, সাঁওতালবিদ্রোহ, বিরসামুন্ডার বিদ্রোহ, খারয়ার বিদ্রোহ,মেড়ি আন্দোলনের প্রাথমিকপর্যায়গুলি, এসেছে জঙ্গলের অধিকার নিয়েই।

ইংরাজ প্রভুদেরহাতধরে, তাঁদের বয়স্য বাবু - এলিট সমাজ　১৭৯৩ সালের কর্ণ ওয়ালিশের চিরস্থায়ীবন্দোবস্তেরসুব

াদে সিংভুম, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, পালামৌ,হাজারীবাগের জমি, জঙ্গল, জল-খনি - খাদানের মালিক হয়ে উঠলেন। তাঁদেরদাসানুদাস মনোবৃত্তি পুরস্কৃত হতেলাগলো, রাজা, প্রিন্স, রায়বাহাদুর প্রভৃতি খেতাবে। জমিদার,ত ালুকদার, মনসবদার, মজুমদার, সরকার, ঝিাসেরা রায়তদের লুণ্ঠনের নব-নবপ্রক্রিয়া শু করলেন। আর আজও সেই ধ ারা অব্যাহত। অরণ্য - নিধনকারীতক্মা পরানো হলো লোধা, শবরদের উপর। স্থানীয় মানুষপ্রতিবাদ সেদিনও করেছিলেন, আজও করে চলেছেন----

কবি সুনীল মাহাতো তাঁরঅনবদ্য গীতির মাধ্যমে বলেছেন----

পাত তুলি নিতিনিতি
ঝুড়ি - ঝাঁটিদাঁতন কাটি
আজ কেনে বাবুইকরে মানা হে
উয়াদের বন নাইছিল জানা ?

(রোজ রোজ জঙ্গলেপাতা তুলি। শুকনো ঝুড়ি-ঝাঁটি আর দাঁতন নিয়ে আসি (জ্বালানীর জন্য) ে। আজবাবুমশাই (ফরেষ্টার, গার্ড) আমাদের বাধা দিচেছ বনে ঢুকতে।কবে ওরা জঙ্গলের মালিক হলো--- জানি না তো ?)

জঙ্গল শেষ হওয়ারপ্রতিবাদে ঝাড়গ্রামের কবিলিখলেন এক অনবদ্য গীতি। সুর দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন ঝাড়গ্রামের ঝুমুরগায়ক বিজয় মাহাতো, ঝুমুর গায়িকা অধ্যাপক ডঃ বীনাপাণি মাহাতো, ইন্দ্রানীমাহাতো, অনুশ্রী মাহাতো, অধ্যাপক ডঃ অশোক কুমার মাহাতো, বিপাশামাহাতো।

ঝাঁড়গাঁয়ের হাটয্যাতে
বেহাইয়ে ধরল হাথ্যে
ও বেহাই ছাড়অ হাথ
ঝুড়ি - ঝাঁটিবিকেই সাঁঝের ভাত।
বাবুই ঘাসের চাযকরি
দড়ি বুনলে মিলে কড়ি
মহাজনে বলে ছটঅ জাত।

গত একশত পঁচিশ বছরধরে বন ও বনভুমি সংরক্ষণে আবির্ভুত হলেন শহরের তথাকথিত উচচমেধাসম্পন্ন মানুষের বন-সংরক্ষন, বনপাল, মহাবনপাল প্রভৃতি পদাধিকারী।এরা কেতাবী উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা পড়ে হয়ে গেলেন বনের সব উদ্ভিদও প্রানীদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। মজার কথা হলো বন ও বন - কেন্দ্রীক মানুষদের ভাষা,ধবনি এরা চাকরি পাবার পর বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে(বিবিদ্যালয়ে পড়া পর্যন্ত এরা বন ও বন-কেন্দ্রিক মানুষ কি,তাচাক্ষুষ কোনদিন দেখেছেন কিন া সন্দেহ ? যা দেখেছেন তা ভ্রমণেরসময় ট্রেনে চেপে।) এমন দুবির্নীত ব্যবহার করতে লাগলেন যে তাঁরা যেনএক একটি ছোটো খাটো বাংলার নবাব।তাঁদর দৃঢ় ধারণা হলো ভারতীয় দন্ডবিধির আইন অনুসারে যে বন-ধবংসের জন্যদায়ী অরণ্যবাসীরাই। তাই বাংলা ওহিন্দীতে যুৎসই গালি গালাজ হলো-জংলী, বুনো, ওয়াইল্ড। বনের মানুষদের সম্বন্ধে রোমান্টিসিজম তৈরী করাহতে লাগলো। বাংলা কিছু লেখক সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে বুদ্ধদেব গুহ,আর সিনেমা পরিচালক সত্যজিৎ রায় তৈরী করলেন অরণ্যের দিনরাত্রি আরগৌতম ঘোষ ছবি করলেন আবার অরণ্যে। ফরেষ্টার বা ফরেষ্টগার্ডদের কাছে বন-কেন্দ্রিক মানুষেরা কেবল মুরগী জোগান দেবার মদনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই তে াকয়েকদিন আগে পুলিয়ার বলরামপুর থানার আদাবনা গ্রামে জঙ্গল - কাটাকেকেন্দ্র করে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট যে মে াকদ্দমা করেছেন তাতে আসামীদেরতালিকাতে নাম আছে মৃত কয়েকজন ব্যক্তির।

জঙ্গল যখন সাফ হয়ে গেছে, ধূধূ করছে মাঠ তখন অর্থাৎ আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে সামাজিক বনসৃজনের নামেআমদ ানী করা হলো অষ্ট্রেলিয়া থেকে ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের। এইগাছে পাখী বাসা বাঁধে না ।এই গাছে মধু-মাছি বসে না। এই গাছের পাতাপুকুরে পড়লে মাছ মরে যায়। এই গাছের পাতা ছাগলে খায় না। এই গাছলাগানোর জন্য কয়েকশত

কোটি টাকাখরচ হলো।

জঙ্গলের ধারে ধারেবসবাসকারী মানুষেরা এখনও একটি প্রবাদ বলেন-----

ঁয়্যাই নাই তো ভালুক ছেন্যা

অর্থাল ভালুক বাচ্চাতোচেনা যায় তার লোমে । কোন গুণ নাই, সেটাও গাছ ? তাই পুলিয়ারকবি লিখলেন, গাইলেন ------

ইউকিলিপিটি গাছ, সেহ গাছ মহাগাছ

শুষি লেলাঁই গো, সেতো ছেড়ি কেরি ঘাস।

(ইউক্যালিপটাসগাছ, সে বড় গাছ, এই গাছের জন্য ছাগলের ঘাসও শুকিয়ে গেল।)

(৩)

ভারতের সর্বোচ্চআদালত পরিবেশবিদ্যা স্কুলে পড়ানোর জন্য একটি রায় দিয়েছেন। তাই সুধীসমাজকে অনুরোধকরি এই প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করার জন্য।

(১) স্কুলে ওকলেজে অরণ্য -পরিবেশ ও জীবন বৈচিত্র্যের পাঠ্যত্রম যাতে বাধ্যতামূলক চালু হয় তা সুনিশ্চিত করা।

(২)প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকে ঝিবিদ্যালয়ের স্নাতক ও মাষ্টার ডিগ্রী দেবার আগেপঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে অবশ্যই সার্টিফিকেট আনতে হবে যে ঐ ছাত্র / ছাত্রী অন্ততঃদশটি গাছ লাগিয়েছেন। এবং বড় করেছেন।

(৩) প্রতিটি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এবেকার যুবকদের / যুবতীদের নাম নথিভু ক্তের আগে একটিআন্ডারটেকিং বা এপিডেভিট দাখিল করতে হবে যে তাঁরা প্রত্যেকেইদশটি করে গাছ লাগিয়েছেন ও বড় করেছেন।

(৪) বনসৃজনমূলকআদিবাসী ও মূলবাসীদের উৎসবগুলিতেসরকারী সাহায্যে ও উৎসাহে পতিত জমিতে, রাস্তার ধারে, খালেরধারে, রেল লাইনের ধারে, ডুংরী, পাহাড়ে গ্রামবাসীদের বৃক্ষরোপণে ওবনসৃজনে উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫)প্রতিটি পঞ্চায়েত, মিউনিসিপালিটি থেকে নব বিবাহিত দম্পতিকেউপহার স্বরূপ শাল, সেগুন ইত্যাদির চারা দিতে হবে, য়াতে তাঁরাসেগুলি বড় করেন নিজ সন্তানের মতই।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com